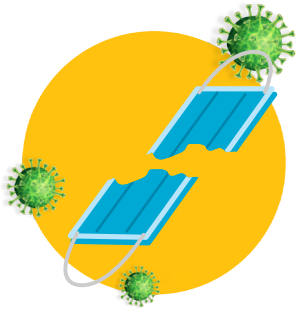

যা জানা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ৫৩ × রবিবার, ২৫ জুলাই ২০২১

কোভিড-১৯ সম্পর্কিত যে ভুল ধারণাগুলো এখনও রয়েছে সেগুলা সুরক্ষা ব্যবস্থা অনুসরণের ক্ষেত্রে নেতিবাচকভাবে প্রভাব সৃষ্টি করে

কমিউনিটির মানুষেরা লকডাউন সম্পর্কে তাদের পছন্দের ফরম্যাটে এবং বিশ্বস্ত উৎস থেকে তথ্য জানতে চান

বিস্তারিত তৃতীয় পৃষ্ঠায়

সূত্র: কোভিড-১৯ নিয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ধারণা ও উদ্বেগ সম্পর্কিত এই তথ্যগুলো অক্সফাম মূলত কমিউনিটি মিটিং, বাড়ি বাড়ি যেয়ে কথা বলা, অনানুষ্ঠানিক কথোপকথন এবং প্রধান প্রধান তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগ্রহ করেছে। আর ২০২০ সালের জুলাই থেকে ২০২১ সালের মে মাস পর্যন্ত ক্যাম্প ৩, ৪, ১২, ১৯, ২২, ২৬ এবং ক্যাম্প ২৭ এর এই তথ্যগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে হটলাইন ও হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের আলোচনার মাধ্যমে। এই ইস্যুটিতে মার্চ থেকে মে ২০২১ পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্যের (৯৮টি কেসের উপর ভিত্তি করে) উপর জোর দেয়া হয়েছে [নোট: এসব তথ্যের পাশাপাশি নারী ও পুরুষ, কমিউনিটি লিডার, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের কাছ থেকেও গ্রুপ সেশনের মাধ্যমে তাদের ধারণা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল।] এছাড়া এই বিষয়গুলো আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন ২০২১ সালের ২৮ ও ২৯ জুন ১০টি টেলিফোন সাক্ষাৎকার নিয়েছে, যেখানে ক্যাম্প ৪, ৮ই, ২১, ২২ এবং ক্যাম্প ২৬ এর ১৮-৩৯ বছর বয়সী ছয় জন এবং চল্লিশোর্ধ ৪ জন ব্যক্তি অংশ নিয়েছেন।

আগের ইস্যুতে, আমরা মহামারির কারণে মানুষের মধ্যে সাধারণ যে উদ্বেগগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে কথা বলেছিলাম। তবে এই ইস্যুতে আমরা মূলত কোভিড-১৯ সম্পর্কে মানুষের ধারণা ও ভুল ধারণাগুলোর ওপরই জোর দিয়েছি। যদিও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মাঝে কোভিড-১৯ সম্পর্কে নানা রকম ধারণা রয়েছে, তারপরও ক্যাম্পগুলো ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ায় যেকোনো ধরনের ভুল ধারণা সহজেই ছড়িয়ে পড়ে, যা মানুষের জীবনযাত্রাকেও প্রভাবিত করে।

কোভিড-১৯ সম্পর্কিত সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলো কম বেশি সকলের জানা থাকলেও এগুলো মেনে চলাটা একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে

'পারসেপশন ডেটা' (মানুষের ধারণা সম্পর্কিত তথ্য) এবং ফোন সাক্ষাৎকার – উভয় ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে রোহিঙ্গা কমিউনিটির মানুষেরা কোভিড-১৯ এর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, যেমন - মাস্ক পরা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, জন-সমাগম এড়িয়ে চলা এবং হাত ধোয়ার মতো বিষয়গুলো সম্পর্কে জানেন। এছাড়া কেউ কেউ কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন এবং এই ভ্যাকসিন যে সংক্রমণ রোধ করতে পারে সে সম্পর্কে জানেন, সংক্রমিত ব্যক্তি থেকে রোগটি ছড়ায় বলে কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে দূরে থাকতে হবে সে সম্পর্কে জানেন এবং কোভিড-১৯ এর লক্ষণগুলোও শনাক্ত করতে পারেন। তবে এসব কিছু জানা থাকা সত্ত্বেও অনেক মানুষ ভাবেন যে ঢাকনা দিয়ে ঢাকা নয় এমন নোংরা বা অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া, অর্ধ সিদ্ধ মাংস খাওয়া এবং মেয়াদোত্তীর্ণ বা পঁচা খাবার থেকেও কোভিড-১৯ ছড়াতে পারে।

'কমিউনিটি পারসেপশন ডেটা' থেকে বোঝা যায় যে মানুষ অন্যদের কাছ থেকে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং বাড়িতে ফেরার পর ২০ সেকেন্ড সময় ধরে হাত ধোয়ার মতো স্বাস্থ্যবিধি মানার মাধ্যমে নিজেদের নিরাপদ রাখেন। এছাড়া ফোনে যারা সাক্ষাত্কার দিয়েছেন তারা উল্লেখ করেছেন যে, কোভিড-১৯ প্রতিরোধে নিজেদের পরিষ্কার রাখা, নিয়মিত গোসল করা এবং হাত ধোয়া গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে নারীরা হাত ধোয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে জানলেও হাত ধোয়ার সঠিক নিয়ম এবং কখন হাত ধোয়া উচিত সেটি ঠিকমতো জানেন না। অন্যদিকে পুরুষরা পরিষ্কারভাবে হাত ধোয়ার ধাপগুলো বর্ণনা করতে পেরেছেন। নারী অংশগ্রহণকারীরা খাবারের আগে ও খাবার পরে, টয়লেট থেকে আসার পর এবং সবজি কাটার আগে ও পরে হাত ধোয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

> "আমরা কারও বাড়িতে যাই না বা আগের মতো আড্ডা দেই না। তাছাড়া পানি আনতে গেলেও মানুষ খুব একটা একসাথে থাকে না বা জটলা পাকায় না।"
>
> – রোহিঙ্গা নারী (৪০), ক্যাম্প ৪

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষেরা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে জানলেও ক্যাম্পের পরিবেশে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাটা বেশ চ্যালেঞ্জিং। বিশেষ করে ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্র, বহু মানুষের জন্য ব্যবহৃত টয়লেট, গোসলখানা এবং পানি সংগ্রহের জায়গাগুলোর মতো যেসব জায়গায় মানুষের ভিড় হয় সেসব জায়গায় তাদেরকে প্রায়ই যেতে হয়।

> "ডিসট্রিবিউশন পয়েন্ট ও দোকানের মতো এমন অনেক জায়গায়ই আমাদের যেতে হয় যেখানে মানুষের ভিড় থাকে। এসব জায়গায় গেলে আমাদের একে অপরের খুব কাছাকাছি থাকতে হয় বলে আমাদের জন্য দূরত্ব বজায় রাখাটা চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায়।"
>
> – রোহিঙ্গা পুরুষ (৩০), ক্যাম্প ৮ ই

ধারণা ও ভুল ধারণা:

কেউ কেউ এখনও বিশ্বাস করেন যে কোভিড-১৯ 'বাস্তব নয়'

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি ভুল ধারণা হল ক্যাম্পে কোনো কোভিড-১৯ নেই; কারণ তারা কাউকে অসুস্থ বা সংক্রমিত হতে দেখছেন না। ফোন সাক্ষাৎকারের সময় অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন যে তারা এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কে জানেন যারা বিশ্বাস করে না যে ভাইরাসটির অস্তিত্ব রয়েছে। অন্যদিকে কেউ কেউ বলেছেন যে এনজিও কর্মীরা কোভিড-১৯ আছে বলে যে তথ্য জানাচ্ছেন সেটি আসলে তাদের সাথে মিথ্যা বলা হচ্ছে। এছাড়া কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে বাংলাদেশি ডাক্তার এবং বাংলাদেশ সরকার তাদের সাথে কোভিড-১৯ সম্পর্কে মিথ্যা বলছে।

যদিও ফোন সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারীরা এটাও জানিয়েছেন যে কোভিড-১৯ এর অস্তিত্ব সম্পর্কে অবিশ্বাস স্বল্প শিক্ষিত কিছু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

> "যারা অশিক্ষিত এবং কোনো রোগের বিষয়েই পাত্তা দেন না, শুধু তারাই কোভিড-১৯ এর অস্বিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন।"
>
> – রোহিঙ্গা পুরুষ (১৮), ক্যাম্প ২৬।

> "খুব বেশি সংখ্যক মানুষ এখনও সংক্রমিত হয়নি বলে তারা মনে করে কোভিড-১৯ হলো সাধারণ এক রকম জ্বর এবং কোভিড-১৯ থেকে নিজেকে নিরাপদ থাকতে তারা মাস্কও ব্যবহার করেন না।"
>
> – রোহিঙ্গা নারী (৩৫), ক্যাম্প ২১।

'পারসেপশন ডেটা' থেকে জানা যায়, কিছু মানুষ মনে করেন যে এনজিও কর্মীরাই এই ভাইরাসটির জন্য দায়ী এবং কারও কারও মতে ভাইরাসটি হোস্ট কমিউনিটি অথবা ভারত, পাকিস্তানের মতো অন্য কোনো দেশ থেকে এসেছে।

কেউ কেউ মনে করেন ধার্মিক হওয়া তাদের কোভিড-১৯ থেকে রক্ষা করবে

'পারসেপশন ডেটা'য় উঠে এসেছে যে কিছু মানুষ বিশ্বাস করেন যে মুসলমানরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার কারণে তাদের কোভিড-১৯ হতে পারে না। বরং প্রার্থনা করে না এমন অমুসলিমরাই কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হতে পারে। ফোন সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারীরা এ বিষয়টি উল্লেখ করার পাশপাশি আরও বলেছেন যে, যারা লোক ঠকানোর মতো কাজে জড়িত এবং যারা অসহায় বা দরিদ্র তারা কোভিড-১৯ আক্রান্ত হতে পারে, যা আল্লাহ'র একটি অভিশাপ। একমাত্র আল্লাহই তাদের রক্ষা করতে পারেন (এজন্যই নিয়ম মেনে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়াটা জরুরি)।

এছাড়াও, ফোন সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ পুরুষ অংশগ্রহণকারী বিশ্বাস করেন যে, তারা যেহেতু নামাজের আগে নিজেকে পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে ওজু করেন তাই তাদের কোভিড-১৯ হবে না।

উদাহরণস্বরূপ একটি অনানুষ্ঠানিক কথোপকথনে একজন উত্তরদাতা জানান যে, অন্যান্য দেশে বসবাসকারী মানুষ এবং বাংলাদেশের হোস্ট কমিউনিটি কোভিড-১৯ আক্রান্ত হতে পারে, কিন্তু রোহিঙ্গা কমিউনিটিতে এটি সংক্রমিত হবে না।

কোভিড-১৯ কিভাবে ছড়ায় সে সম্পর্কে মানুষের মধ্যে এখনও ভুল ধারণা রয়েছে

কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে, কোভিড-১৯ ধুলাবালি, ময়লা-আবর্জনা, নোংরা পানি এবং নোংরা জায়গার মাধ্যমে ছড়ায়। তারা মনে করেন কোভিড-১৯ ময়লা-আবর্জনা থেকে অথবা ড্রেন ও পয়:নিষ্কাশনের লাইন ঠিকভাবে কাজ না করলে সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন ল্যাট্রিনগুলো পরিষ্কার না থাকলে বা ভাঙা থাকলে অথবা এগুলো ভরে গেলে/উপচে পড়লে সেখান থেকে কোভিড-১৯ ছড়াতে পারে। তারা এটাও মনে করেন যে কোভিড-১৯ নোংরা খাবার পানি থেকে ছড়াতে পারে এবং শুধুমাত্র বিশুদ্ধ পানিই কোভিড-১৯ থেকে মুক্ত। এছাড়া কেউ কেউ বলেছেন যে ঠাণ্ডা পানি খেলে কোভিড-১৯ ছড়াতে পারে।

অন্যদিকে কিছু মানুষ বলেছেন পানি সংগ্রহের স্থানগুলো পরিষ্কার থাকা উচিত এবং গভীর নলকূপগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কোভিড-১৯ ছড়াতে পারে।

'পারসেপশন ডেটা' থেকে জানা যায় যে, কেউ কেউ মনে করেন কোভিড-১৯ কুকুর, হাঁস, মাছ, মৌমাছি বা মশার মতো প্রাণী থেকে এসেছে। কারও কারও মতে গরম আবহাওয়ায়, আবার কারও মতে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় করোনাভাইরাস বাঁচতে পারে না। অন্যদিকে কিছু মানুষ মনে করেন যে এটি টাকা-পয়সার লেনদেনের মাধ্যমে ছড়াতে পারে। ফোন সাক্ষাৎকারে অংশ নেয়া প্রায় সব অংশগ্রহণকারীই তাদের সন্তান (শিশুরা) নোংরা জায়গায় খেলার কারণে সংক্রমিত হতে পারে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। মানুষ আরও মনে করে যে 'শক্তসামর্থ্য' তরুণরা সংক্রমিত হবে না, তবে বয়স্ক 'দুর্বল' ব্যক্তিরা সহজেই সংক্রমিত হতে পারেন।

একটি ক্ষেত্রে, মানুষজন বলেছেন যে উঠান বৈঠকগুলোর মাধ্যমে কোভিড-১৯ ছড়ানো সম্ভব না।

মাস্ক ব্যবহার সম্পর্কে পুরুষ ও নারীদের দৃষ্টিভঙ্গি যেমন ভিন্ন তেমনি তাদের চ্যালেঞ্জও ভিন্ন

'পারসেপশন ডেটা' দেখা যায় যে, অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করেন যে মাস্ক পরা কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধ করতে এবং তাদের সংক্রমিত হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে। তবে প্রতিটি মাস্ক ১০ টাকা দিয়ে কেনার সামর্থ্য সব সময় তাদের হয় না। কেউ কেউ বলেছেন যে পরিবারের সবার জন্য পর্যাপ্ত মাস্ক তারা পাননি এবং তারা নিজেদের জন্য কাপড় দিয়ে মাস্ক তৈরি করে নিয়েছেন।

'পারসেপশন ডেটা' থেকে দেখা যায় যে, অনেকেই মনে করেন কোভিড-১৯ না থাকায় তাদের মাস্ক পরার প্রয়োজনও নেই। আর অন্যরা বলেছেন যে তারা সংক্রমিত হবেন কি না সেটা আল্লাহর উপর নির্ভর করে। টেলিফোন সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন, তারা গরম আবহাওয়ার কারণে মাস্ক পরেন না কারণ এটি তাদের মুখে ঘাম এবং দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে, অথবা নাক ও মুখ দুটোই ঢাকা থাকার কারণে মাস্ক পরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে সমস্যা হয়।

ফোন সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী প্রায় সকল পুরুষ ও নারীরাই বলেছেন যে, নারীরা যেহেতু নিকাব (বোরখা) পরেন তাই তাদের মাস্ক পরার প্রয়োজন নেই। তারা মনে করেন, নিকাব ঠিক মাস্কের মতোই কাজ করে, যা নাক-মুখ দুটোই ঢেকে রাখে। যদিও অন্যরা উল্লেখ করেছেন যে নিকাব একটি পাতলা কাপড়, যা বাতাসে উড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। নারী অংশগ্রহণকারীরা জানান, গরম আবহাওয়ায় নিকাব এবং মাস্ক দুটোই একসাথে পরা খুব কঠিন। আবার একজন পুরুষ অংশগ্রহণকারীর মতে নারীরা যেহেতু খুব কমই তাদের ঘর থেকে বের হন, তাই তাদের মাস্ক পরার প্রয়োজন নেই।

নারীরা যখন হাসপাতালে যান তখন হাসপাতালে প্রবেশের জন্য তারা মাস্ক পরতে বাধ্য হন।

ফোন সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারীরা এটিও উল্লেখ করেছেন যে মসজিদে নামাজের আগে তারা ওজু করেন বলে সেখানে মাস্ক পরার প্রয়োজন নেই। এছাড়া মাস্ক পরলে সেটি তাদের নামাজ কবুলেও বাধা সৃষ্টি করতে পারে। একজন অংশগ্রহণকারী বলেছেন, তাদের মসজিদের ইমাম সাহেব নামাজের সময় মাস্ক পরেন না বলে তারাও ইমামকে অনুসরণ করেন। কেউ কেউ বলেছেন কোভিড-১৯ মসজিদে প্রবেশ করতে পারে না।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বিশ্বস্ত সূত্র থেকে এবং পছন্দনীয় মাধ্যমে (ফরম্যাটে) লকডাউন সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে চায়

সূত্র: ক্যাম্পের বাসিন্দাদের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতা বুঝার উদ্দেশ্যে ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স (টিডব্লিউবি) টেলিফোনে ১পৃঃ, ৮পঃ, ১৮ এবং ২৬ নম্বর ক্যাম্পে বসবাসরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ১৩ জন পুরুষ ও ৯ জন নারীর সাক্ষাৎকার নেয়। ২০২১ সালের জুনের শেষে ও জুলাই-এর শুরুর দিকে সাক্ষাৎকারগুলো নেওয়া হয়েছিল।

ক্যাম্পগুলোতে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের জীবন ও জীবিকার ওপর লকডাউন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলছে। ক্যাম্পগুলোতে কোভিড-১৯ সংক্রমণ শুরুর এক বছর পরেও, ক্যাম্পে লকডাউনের প্রভাব সম্পর্কে অনেক কিছু জানার রয়ে গেছে। ক্যাম্পগুলোতে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের লকডাউনের অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি জানতে টিডব্লিউবি চারটি ক্যাম্পের কয়েকজন বাসিন্দার সাথে কথা বলেছে।

কোভিড-১৯ নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তা থাকলেও ধর্মীয় বিশ্বাস কাউকে কাউকে স্বস্তি দেয়

২২ জন সাক্ষাৎকারদাতার মধ্যে ১৮ জন জানিয়েছেন তারা কোভিড-১৯ নিয়ে উদ্বিগ্ন। যে ৪ জন এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করেন না বলে জানিয়েছেন, তাঁরা বিশ্বাস করেন নামাজ এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস তাঁদেরকে ভাইরাস থেকে রক্ষা করবে।

> “আমি শুনি যে করোনাভাইরাস বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে এবং মানুষ এতে আক্রান্ত হচ্ছে। বাংলাদেশেও অনেক মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে এবং মারা যাচ্ছে। ক্যাম্পের কিছু মানুষের আক্রান্ত হওয়ার কথাও আমি শুনি, এটা আমাদের জন্য আসলেই দুশ্চিন্তার কারণ। আমার ভয় হয় যে আমাদের ক্যাম্প অনেক জনবহুল এবং অপরিষ্কার হওয়ার কারণে এখানে করোনাভাইরাসের প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে এবং অনেক মানুষ এতে আক্রান্ত হবে।”
>
> – রোহিঙ্গা পুরুষ (৪৯), ক্যাম্প ৮পঃ

> “করোনাভাইরাস আমাদের ক্যাম্পে ছড়িয়ে পড়ছে বলে আমি বিশ্বাস করিনা এবং আমার বিশ্বাস আল্লাহ যদি আমাদের দয়া করেন তাহলে আমরা ভাইরাসটির দ্বারা আক্রান্ত হব না।”
>
> – রোহিঙ্গা নারী (৫৪), ক্যাম্প ১পৃঃ

এই মহামারীর সময় আমরা যে ধরণের লকডাউনগুলো দেখেছি এগুলো বিশ্বের প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মতোই রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের কাছেও নতুন একটি ধারণা। রোহিঙ্গা ভাষায় যেহেতু ইংরেজি “লকডাউন” শব্দটির কোনো সমার্থক শব্দ নেই, তাই ইংরেজি শব্দটিই রোহিঙ্গা ভাষায় গৃহীত হয়েছে। একইভাবে, মিয়ানমারে যখন কারফিউ জারি করা হয়েছিল, তখন ইংরেজি “কারফিউ” থেকে “কার্ফি” শব্দটি রোহিঙ্গা ভাষায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

বেশীরভাগ মানুষই লকডাউনের কারণ বুঝতে পারলেও অপ্রতুল সহায়তার কারণে, বিশেষ করে নারীদের মাঝে এর প্রভাব নেতিবাচক

বেশীরভাগ (১৮ জন) উত্তরদাতাই বোঝেন যে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া থেকে সম্প্রদায়কে রক্ষার জন্যই লকডাউন দেয়া হচ্ছে, তবে অন্য ৪ জনের কাছে এর কারণ পরিষ্কার নয়। বারো জন উত্তরদাতা বলেছেন তাঁরা লকডাউন সমর্থন করেন, দশ জন (সাক্ষাৎকারদাতা ৯ জন নারীর মধ্যে ৭ জন সহ) এটি সমর্থন করেন না। সাক্ষাৎকারদাতা ৮ জন নারী সহ ষোল জন বলেছেন লকডাউন তাঁদের উপরে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। আয় কমে যাওয়া এবং স্বাধীনভাবে চলাফেরায় বাধাই মানুষের লকডাউন সমর্থন না করার মূল কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। ৬ জন নারীসহ আট জন উত্তরদাতা এটাও বলেছেনে যে লকডাউনের কারণে তাঁদের ক্যাম্পে বিভিন্ন ধরণের পরিষেবা পেতে সমস্যা হচ্ছে। বেশিরভাগই খাবার বরাদ্দ পেতে (বিশেষ করে সময়মতো না পাওয়া) এবং সাধারণত মানবিক সংস্থাগুলো থেকে সাহায্য পেতে সমস্যার কথা জানিয়েছেন।

> “আমি লকডাউন সমর্থন করিনা কারণ আমি ক্যাম্পের বাইরে যেতে পারছিনা, এমনকি আমার পরিবারকে সাহায্য করতে কাজ করার জন্যও না।”
>
> – রোহিঙ্গা পুরুষ (৪৮), ক্যাম্প ২৬

> “আমরা ঘরে থাকলে এবং বাইরে যেতে না পারলে আমাদের করোনাভাইরাস হবে না।”
>
> – রোহিঙ্গা নারী (৩৫), ক্যাম্প ১পৃঃ

> “আমরা আগের মতো খাবার পাচ্ছিনা। এখন আমরা এনজিওগুলো থেকে খুব অল্প খাবার পাই এবং সেটাও মাসে মাত্র একবার।”
>
> – রোহিঙ্গা নারী (৪৬), ক্যাম্প ২৬

মানুষ লকডাউন সম্পর্কে তথ্য পেলেও তাদের আরও জানা দরকার

সাক্ষাৎকারদাতারা তিনটি মূল উৎস থেকে লকডাউন সম্পর্কিত তথ্য পান: এনজিও (এবং এনজিওগুলোর স্বেচ্ছাসেবক), বন্ধু-বান্ধব, এবং সিআইসি-গণ। অর্ধেকেরও বেশি উত্তরদাতা মনে করেন তাঁরা লকডাউন সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য পান, তবে ৮ জন (৯ জন মহিলাদের মধ্যে ৫ জন সহ) মনে করেন যে তাঁরা যথেষ্ট তথ্য পাচ্ছেন না। মানুষ লকডাউনের সময় এবং নিয়মকানুন নিয়ে তথ্য পাচ্ছেন, তবে কেউ কেউ বলছেন এসব কেন হচ্ছে, এগুলো কত সময় ধরে চলবে, এবং এগুলো কবে বন্ধ হবে — এসব ব্যাপারে আরও জানতে চান।

এনজিও অথবা সিআইসি-গণের কাছ থেকে মানুষ লাউডস্পিকারে অথবা সামনাসামনি লকডাউন সম্পর্কিত তথ্য পেতে চায়।

এনজিওগুলো অথবা সিআইসি-গণ হলো রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের কাছে তথ্যের সবচেয়ে বিশ্বস্ত দুটি উৎস, সকল উত্তরদাতা তাদের কাছ থেকে তথ্য পেতে চান। টিডব্লিউবি এবং অন্যান্যদের আগের গবেষণায় যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছিল, রোহিঙ্গা সম্প্রদায় অডিও ফরম্যাট অথবা সামনাসামনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে চায়। একজন ছাড়া সকল উত্তরদাতাই জানিয়েছেন তাঁরা লাউডস্পিকারের মাধ্যমে অথবা সামনাসামনি লকডাউন সম্পর্কিত তথ্য পেতে চান, বিশেষ করে নারীরা সামনাসামনি তথ্য পেতে চান।

রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার হার কম থাকা এবং নারীদের ঘরের বাইরে সীমাবদ্ধ চলাফেরা তথ্য পৌঁছে দেয়ার কাজকে কঠিন করে তোলে। সুতরাং, ক্যাম্পগুলোর সর্বোচ্চ সংখ্যক রোহিঙ্গাদের কাছে তথ্য পৌঁছে দেয়ার সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হলো রোহিঙ্গা ভাষায় অডিও ফরম্যাট অথবা সামনাসামনি জানানো।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিত ভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলোকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলোর চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

বর্তমানে এই কর্মকাণ্ডটি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অর্থায়নে এবং ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটির সহায়তায় পরিচালিত হচ্ছে। ইইউ হিউম্যানিটারিয়ান এইড এর অর্থায়নে এতে আরও সহায়তা করছে এসিএফ।

'যা জানা জরুরি' সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই আন্তর্জাতিক রেসকিউ কমিটির আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হিসেবে, বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।